৮৬/৭/২০০৪

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ......

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষার্থীদের হাতে অবিলম্বে বই চাই

বছরের ৬ মাস অতিবাহিত হইলেও নীলফামারী জেলায় ৪৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষার্থী এখনও বই পায় নাই। এ সম্পর্কে ইত্তেফাকের নীলফামারী সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, নীলফামারী জেলার ৬টি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ৪৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী বছরের ৬ মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ৩টি বিষয়ের বই না পাওয়ায় হতাশায় ভুগিতেছে। জেলার সদর, ডোমার, ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরীগঞ্জ ও সৈয়দপুর উপজেলার প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর মোট ৪৫ হাজার ১৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী বছরের ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও ৩টি বিষয়ের বই পায় নাই। এই অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পাঠ্যবই যেখানে জানুয়ারি মাসের মধ্যে পাওয়ার কথা সেখানে জুলাই মাসেও ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছে না ইহা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হইবে তাহা বোধকরি না বলিলেও চলে। প্রাথমিক স্তরের বিনামূল্যে বই বিতরণের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনিয়ম ও অব্যবস্থা অবশ্য ইহাই নূতন নয়, ইতিপূর্বেও নানা সময়ে প্রাথমিক স্তরে সরকারের বিনামূল্যের বই বিতরণের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা গিয়াছে। এমনকি বিনামূল্যের বই কালোবাজারে বিক্রি হওয়ার কথাও শোনা যায়। আলোচ্য ক্ষেত্রে জানা গিয়াছে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্র অনুযায়ী জেলার প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোট ৬৬ হাজার ৮০৬ কপি বইয়ের চাহিদাপত্র দাখিল করা হইলেও মাত্র ১২ হাজার ৮২০ কপি বই সরবরাহ করা হয়। একইভাবে তৃতীয় শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞানের জন্য ২১ হাজার ৩৮ কপি বইয়ের চাহিদাপত্র দাখিল করা হইলেও এ পর্যন্ত কোন বই সরবরাহ করা হয় নাই। পঞ্চম শ্রেণীর ইংরেজী বইয়ের চাহিদাপত্র প্রদান করা হয় ১৫ হাজার ২৭২ কপির। কিন্তু এ পর্যন্ত ১১ হাজার ২৭২ কপি বই সরবরাহ করাও হয় নাই। ইতিমধ্যে গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বই ছাড়াই শিক্ষার্থীরা প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কখনোই শিক্ষার অনুকূল হইতে পারে না।

পাঠ্যবইয়ের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের সমস্যার অন্ত নাই। বলা যায়, কয়েক মাস ধরিয়াই পত্র-পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। কিন্তু শিক্ষার জন্য যাহা সবচাইতে জরুরী সেই বই নিয়া প্রতি বছর যে ঘাপলা চলিয়া আসিতেছে সেদিকে যেন আমাদের কোন খেয়াল নাই। বিনামূল্যের বই খোলাবাজারে বিক্রি হওয়া কিংবা প্রয়োজনীয় বই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে না পৌঁছা যেন অনেকটা নিয়মে পরিণত হইয়াছে। ইহা লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছে, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অশেষ ভোগান্তি সইতে হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয় নাই। ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে, বিশ্ব যখন একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়াছে তখনও আমাদের শিশু-কিশোরদের একাংশকে বই ছাড়া বিদ্যালয়ে যাইতে হইতেছে। জানি না, এইভাবে শিক্ষার উন্নতি ও বিকাশ কীভাবে সম্ভব হইবে?

বিনামূল্যের বই কখনোই আমরা সকল শিক্ষার্থীর হাতে সময়মতো পৌঁছাইতে দেখি নাই, ইহা দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত। বিনামূল্যের বই নিয়া দুর্নীতির বিষয়ও কাহারও অজানা নয়। বছরের ৬ মাস চলিয়া গেলেও ৪৫ হাজার শিক্ষার্থী বই ছাড়াই বিদ্যালয়ে যাইতেছে বা যাইতে বাধ্য হইতেছে। সময়-মতো কেন সকল শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছে না ইহা এক প্রশ্ন বটে। আর এই প্রশ্নটি তুলিলেই নানান যুক্তি ও কুযুক্তি দেওয়া হয়। আমরা কোন যুক্তি বা অজুহাতের কথা শুনিতে চাই না। আমরা চাই সময়-মতো শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌঁছাক এবং তাহাদের শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত শিক্ষা লাভের সুযোগ দেওয়া হউক। ইহার ব্যত্যয় হওয়ার অর্থই হইতেছে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনের ক্ষতি ও বিড়ম্বনা। ইহা কাহারোই কাম্য হইতে পারে না। আমরা আশা করি, অবিলম্বে পাঠ্যবই বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের হাতে প্রয়োজনীয় বই তুলিয়া দেওয়া হইবে। এজন্য যেন আর কোন সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখিতে না হয়। ❑